بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

যুক্তরাজ্যের জলসা সালানা ২০২৪ উপলক্ষে ঐশী কৃপারাজী এবং জলসায় আগত বিভিন্ন অ-আহ্‌মদী অতিথির অভিব্যক্তির বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২রা আগষ্ট, ২০২৪ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

আলহামদুলিল্লাহ্, গত সপ্তাহে যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসা খোদা তা'লার কৃপারাজী প্রদর্শন করে অত্যন্ত সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। এ তিনটি দিন অত্যন্ত বরকতমণ্ডিত দিন ছিল যা আহ্‌মদী, অআহ্‌মদী নির্বিশেষে সবার ওপর এক ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করেছে। আমি কতিপয় অ-আহমদী অতিথির অভিব্যক্তি বর্ণনা করব, তবে এর পূর্বেআমি জলসার স্বেচ্ছাসেবীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই যারা জলসার পূর্বে বা জলসার সময় অসাধারণ সেবা প্রদান করেছেন অথবা জলসা'র পরেও ওয়াইন্ডআপ তথা গুটানোর কাজ করছেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আহমদী আবালবৃদ্ধবণিতা এরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছে যে, অ-আহমদীরাও তাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছে আর এটি নীরব তবলীগের ভূমিকাও পালন করে থাকে। জলসার সকল বিভাগ এবং সকল কর্মী সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রবেশদ্বার, গেট চেকিং, পার্কিং, খাওয়ানো, রান্না বা পরিষ্কার করা যাই হোক না কেন জলসার সমস্ত বিভাগের কর্মীরা এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাচ্চাদের ডিউটি ছিল পানি পান করানোর, কিংবা অন্যান্য ডিওটিও তারা প্রদান করেছে। সবদিক থেকে প্রতিটি বিভাগ খুবই সক্রিয়তা দেখিয়েছে, এ কারণে তারা কৃতজ্ঞতা পাবার যোগ্য।

অনেকে এ বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশংসা করে থাকেন, অনেকে লিখিতভাবে সেগুলি পাঠান এবং নিজেদের অভিব্যক্তিও সেখানে তুলে ধরেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাকা লোকজনও ধন্যবাদ জানাচ্ছেন যে

আমরা এমটিএ-এর মাধ্যমে জলসার প্রোগ্রামগুলি সুন্দর ভাবে দেখতে পেয়েছি। তাই এসকল স্বেচ্ছাসেবককে আমিও ধন্যবাদ জানাই।

এই বছর, ব্রিটিশ স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে মরিশাস থেকেও প্রথমবারের মতো অনেক খুদ্দাম স্বেচ্ছাসেবক এসে অসাধারণ কাজ করেছে। কানাডা থেকেও খুদ্দাম এসেছে। তারা গুটানোর কাজে সাহায্য করছে। আল্লাহ্ তাদের সবাইকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা খুবই ভালো ছিল। প্রতিবেশীরাও আমাদের সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, উপস্থিতি গত বছরের তুলনায় সম্ভবত কম ছিল তাই যানবাহন চলাচলকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে। যদিও উপস্থিতি গত বছরের তুলনায় ২০০০ বেশি ছিল, এবং যখন তাদের এই কথা বলা হল, তারা খুব অবাক হল। মাশাআল্লাহ্ খুব ভালো আয়োজন ছিল। এই এলাকার কাউন্সিলর আমাদের একজন আহমদী যিনি একজন মুরব্বীও। তিনি সব প্রতিবেশীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং ট্রাফিক পরিকল্পনার বিষয়ে খুব ভালো ভূমিকা পালন করেছে। আল্লাহ্ তাঁকেও উত্তম পুরষ্কারে ভূষিত করুন।

আল্লাহ্ তা'লা তাদের হৃদয়ও উন্মুক্ত করে দিন যারা তাদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন এবং তাদেরকে আহমদীয়াতের বাণীর প্রকৃত মর্মার্থ অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন। আর আমরা যেন সেই লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হই যা হযরত মসীহ্ (আ.)-এর আবির্ভাবের লক্ষ্য ছিল, সেক্ষেত্রে শুধু এই তিনটি দিনই নয়, এগুলোকে আমরা আমাদের জীবনের অংশও করে নিতে সক্ষম হব।

ফ্রেঞ্চ গিয়ানা থেকে ইসমাঈল বেনট সাহেব জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি জামা'তের পূর্বপরিচিত হলেও এবার জলসায় এসে এখানকার পরিবেশ দেখে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, আমি বিভিন্ন ভাষাভাষী ও জাতির লোকদের সমন্বয়ে এত বড়ো সমাবেশ আগে কখনো দেখি নি। এ জলসায় অংশগ্রহণ করে আহমদীয়াত সম্পর্কেআমার হৃদয়ে এই দৃঢ় বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, এটি সত্য ও মুহাম্মদ (সা.)-এর নিষ্ঠাবান জামা'ত। আমরা যদি মহানবী (সা.)-এর ডাকে সাড়া দিয়ে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মান্য না করি তাহলে আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাব। এখন যদি মুসলমানেরা ঐক্যবদ্ধ হতে চায় তাহলে তাদের উচিত খলীফার হাতে বয়আত করার মাধ্যমে আহমদীয়া জামা'তে যোগ দেয়া।

জাপান থেকে আগত বৌদ্ধধর্মের প্রধান পুরোহিত বলেন, আমি জলসার সমস্ত অনুষ্ঠান দেখেছি। প্রত্যেক ক্ষেত্রে একটি বিষয় ছিল অভিন্ন আর তা হলো, প্রথম দিন থেকে আরম্ভ করে শেষ দিনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কর্মীদের উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনায় কোনো ঘাটতি পরিদৃষ্ট হয় নি। তাদের প্রত্যেকের নৈতিকতা ও আচরণ অভিন্ন ছিল। আমাদের জন্য এ দৃশ্য ভোলার মতো নয়। হুযূর (আই.) বলেন, তিনি আমার সাথেও সাক্ষাৎ করেছেন আর আমি তাকে বলেছি, এক খোদার প্রতি ঈমান আনয়ন আবশ্যক। তিনি এ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে বলেন, আমি বৌদ্ধধর্মের অনুসারী হওয়ার কারণে প্রথাগতভাবে এক খোদাকে মানি না বটে, কিন্তু আমার হৃদয় এটিই বলে যে, এ বিশ্বের কোনো এক স্রষ্টা ও অধিপতি আছেন এবং আমরা সবাই তাঁর সৃষ্টি আর আমরা সেই স্রষ্টা ও অধিপতির নৈকট্য অর্জন করতে পারি।

চিলি থেকে আগত একজন অতিথি বলেন, আমি আহমদীয়া জামা'ত সম্পর্কে (আমাদের) দেশে প্রতিষ্ঠিত মুসলমান ফিরকাগুলোর কাছে জিজ্ঞেস করেছি। তারা সবাই নেতিবাচক অভিব্যক্তি প্রকাশ করে যার সারাংশ হলো, এরা মুসলমান নয়। জলসায় আপনাদের খলীফার সাথে সাক্ষাৎ হয়। এখন আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি আমার পক্ষ থেকে সর্বাত্মক চেষ্টা করব এবং নিজের অধীনস্ত লোকদের কাছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরব যে, আহমদীরা কেবল মুসলমানই নয়, বরং সর্বোত্তম ও অসাধারণ মুসলমান। হল্যাণ্ডের একজন ভদ্র মহিলা বলেন, এ জলসায় পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক মানুষ আগমন করেছে। সর্বত্র

অতুলনীয় ভ্রাতৃত্বের দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়েছে। আন্তর্জাতিক বয়আতের দৃশ্য চিরদিন মনে থাকবে। বিশ্বব্যাপী প্রতিটি মানুষ যদি মানবতার জন্য আরও অধিক সচেতনতা, জাগরণ ও সহানুভূতি সৃষ্টি করে যেমনটি আহমদীয়া জামা'ত করে যাচ্ছে তাহলে নিশ্চিতভাবে বিশ্বের সমস্যাবলীর সমাধান হয়ে যাবে।

আর্জেন্টিনার ন্যাশনাল সেক্রেটারী অব অরশিপের প্রতিনিধি হিসেবে আগত এক অতিথি বলেন, আমি আপনাদের জামা'তের জলসাকে ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখেছি। কেননা আপনারা এত চমৎকার ও সুশৃঙ্খলভাবে এত বড় একটি সমাবেশের আয়োজন করেছেন যা আমাদের দেশে অসম্ভব। মহিলাদের উদ্দেশ্যে খলীফার ভাষণ আমার খুব ভালো লেগেছে। আপনারা সামাজিক চাপ ও পশ্চিমা বিশ্বের প্রভাব সত্ত্বেও দৃঢ়তার সাথে নিজেদের নীতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

তাইওয়ান থেকে আগত একজন ডাক্তার অতিথি বলেন, আমি এত বড় সভা কখনো দেখি নি আর এর পুরো ব্যবস্থাপনা স্বেচ্ছাসেবীরা পরিচালনা করছে। লাজনাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণের সময় মনে হচ্ছিল, আহমদী মেয়ে এবং তরুণ প্রজন্ম নিজেদের খলীফাকে গভীরভাবে ভালোবাসে, তাই তারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর কথা শুনছিল।

বেলিজ থেকে আগত একজন অতিথি বলেন, জলসায় অংশগ্রহণের ফলে আমার আধ্যাত্মিকতায় এক ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্ত হলো, রবিবার সর্বস্তরের আহমদীদের অঙ্গীকারের দৃশ্যটি, অর্থাৎ বয়আতের দৃশ্য, যেখানে সবাই মিলে দোয়া করেছে এবং অশ্রু বিসর্জন করেছে। এরূপ দৃঢ় ঈমানের চেতনা আমি পূর্বে কখনো দেখি নি।

কোস্টারিকা থেকে আগত একজন অতিথি বলেন, জলসায় অংশগ্রহণ করে আমি অবাক হয়েছি এবং আনন্দিতও হয়েছি। কেননা আহমদীয়া জামা'ত নারীদেরকে পুরুষের সমমর্যাদা দেয়। এখানে এসে আমার অভিজ্ঞতা এবং সত্যায়ন হলো, আহমদীয়া জামা'ত অন্যদের যে কথা বলে তারা নিজেরাও সে কথার ওপর আমল করে। জামা'তের বিশ্বাস এবং কর্ম এক ও অভিন্ন।

ব্রাজিলের একটি পত্রিকার সম্পাদক জলসায় অংশগ্রহণ করেন। তিনি বলেন, জামা'তের ইমামের প্রজ্ঞাপূর্ণ কথাগুলো আমার হৃদয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে এবং আমার মস্তিষ্ককে আলোকিত করেছে। জলসার সময় ভালোবাসা ও সম্মান প্রতিটি মুহূর্তে অনুভব করেছি। স্বেচ্ছাসেবীরা যে ধরনের আন্তরিকতার সাথে কাজ করেছে তা নিশ্চিতভাবে হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারকারী ও প্রশংসারযোগ্য।

ব্রাজিলের আরেকজন রিপোর্টার বলেন, এটি এক অসাধারণ জলসা ছিল। আমার হৃদয়ে জামা'তে আহমদীয়ার জন্য সম্মান এবং শুভাকাঙ্খিতার প্রেরণা অধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইতালি থেকে আগত একজন অতিথি বলেন, পাকিস্তানে আহমদীয়া জামা'তের ওপর নিপীড়ন ও নির্যাতন সত্ত্বেও আহমদীদের ঘৃণার বিপরীত আচরণ আমাকে প্রভাবিত করেছে যা

আপনাদের দৃঢ় ঈমানের সাক্ষ্য বহন করছে। এভাবে হুযূর (আই.) তাঞ্জানিয়া, সিয়েরা লিওন, স্পেন, পোল্যান্ড এবং অন্যান্য দেশের অতিথিদের অভিব্যক্তি বর্ণনা করেন এবং বলেন, 'আল্লাহ্ তা'লা অভিব্যক্তি বর্ণনাকারীদের হৃদয়সমূহকেও উন্মোচন করুন এবং তারা আহমদীয়াতের বাণীর প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবনকারী হোক আর আল্লাহ্ করুন আমরা যেন সেই উদ্দেশ্য অর্জনকারী হই যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য ছিল। তদুপরি শুধুএ ৩টি দিনই নয় বরং আমরা যেন এগুলোকে আমাদের জীবনের অংশে পরিণত করতে পারি।'

এ বছর ৫০টি ওয়েবসাইটে ১৫ মিলিয়ন তথা দেড় কোটি মানুষ জলসার সংবাদ পাঠ করেছে। প্রিন্ট

মিডিয়াতে জলসার বরাতে মোট ১৪টি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে এবং এই সংবাদপত্রের পাঠক সংখ্যা ৫মিলিয়ন তথা ৫০ লক্ষ বলে অনুমান করা হয়। টিভির মাধ্যমে জলসার দর্শক-শ্রোতার সংখ্যা আনুমানিক ১০ মিলিয়ন বা এক কোটি। বিভিন্ন রেডিও স্টেশনে জলসা অনুষ্ঠানের শ্রোতার সংখ্যাও ১০ মিলিয়ন বা এক কোটি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আনুমানিক ৪৬ মিলিয়ন তথা ৪ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ বার্ষিক জলসার সংবাদ দেখেছে এবং শুনেছে। এছাড়া আগামী কয়েক দিনের মধ্যে আরও কভারেজ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রসিদ্ধ চ্যানেলও জলসার সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বলে জানা গেছে।

'আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যেভাবে এ জলসা আমাদের নিজেদের জন্য তরবীয়ত এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির কারণ হয়েছে সেভাবে অ-আহমদীদের জন্যও ইসলামের শিক্ষা অনুধাবন এবং তাদেরকে খোদা তা'লার নিকতর করার মাধ্যম হয়েছে। কাজেই, আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি অধিক হারে বিনত হওয়া এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত। একইসাথে আমাদের এ অঙ্গীকারেও অবিচল থাকতে হবে যে, সর্বদা আমরা আল্লাহ্ তা'লা এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বাণীকে পৌছানোর লক্ষ্যে পূর্বের চেয়ে অধিক চেষ্টা করতে থাকব। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এর তৌফিক দান করুন, আমীন'।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

** নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে নবপ্রকাশিত বাংলা পুস্তকগুলি হ'ল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রচিত : ১. খ্রীস্টান সিরাজ উদ্দীনের চারটি প্রশ্নের উত্তর, ২. নিশানে আসমানী (ঐশী নিদর্শনাবলী) এবং ৩. সীরাতুল আবদাল (আধ্যাত্মিক মহাপুরুষদের জীবনচরিত)। পুস্তকগুলি সংগ্রহ করতে সংশ্লিষ্ট জেলা ইনচার্জ এবং মোয়াল্লেম সাহেবদের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে **

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

2 August 2024

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission

.....*P.O*.....

Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat